যুগান্তর

তারিখ ..20 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৩...

মুখোশ পরে নেতাকর্মীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখে গামছা ও রুমাল পেঁচিয়ে শিবির স্টাইলে দলীয় নেতাকর্মীদের ওপর সশস্ত্র হামলা করেছে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ। বুধবার রাত আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব আবদুল লতিফ হলের ৩০১ নম্বর কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। এতে তিনজন গুরুতর আহত হয়েছে। হামলাকারীরা এ সময় একটি ল্যাপটপ, ইলেকট্রিক গিটার ও ৫ হাজার টাকাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান রানার মদদে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতারা অভিযোগ করেছেন। তবে ছাত্রলীগ সভাপতিকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

আহতরা হলেন— বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের গত কমিটির শিক্ষা ও পাঠচক্রবিষয়ক সম্পাদক জাহিদ সরকার নিয়ন, লোক প্রশাসন বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী নূর কুতুবুল আলম সবুজ ও দর্শন বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মোস্তাফিজুর রহমান আম্মান। তাদের সবাইকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) ভর্তি করা হয়েছে।

হল সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত আড়াইটার দিকে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতির অনুসারী ১০-১২ জন নেতাকর্মী গামছা ও রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে লোহার রড, হাতুড়িসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লতিফ হলের ওই কক্ষে হামলা চালায়। এ সময় তাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু হলের কিছু নেতাকর্মীও যোগ দেয়। হামলাকারীরা অতর্কিত মারধর শুরু করে। এ সময় ছাত্রলীগ নেতা নিয়ন ও কর্মী আম্মান দৌড়ে নিচ তলায় দায়িত্বরত পুলিশের কাছে আশ্রয় নেন। সবুজ তাদের মারধরে হলের বারান্দায় লুটিয়ে পড়েন। পুলিশ ও শিক্ষার্থীরা আসার আগেই মুখোশধারী ক্যাডাররা লুটপাট করে চলে যায়।

হামলার শিকার ছাত্রলীগ নেতা নিয়ন যুগান্তরকে বলেন, 'রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের (রাকাব) একটি নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে ক্যাম্পাসে এসেছি। ছোট ভাই আম্মানের কক্ষে রাতে ঘুমাচ্ছিলাম। ওই সময় হঠাৎ মুখোশধারী কয়েকজন হামলা চালায়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতির ঘনিষ্ঠ বহিষ্কৃত মাহবুবুর রহমান পলাশের সঙ্গে তর্ক হয়েছিল। এ নিয়ে এ হামলা করা হয়েছে।' আহত ছাত্রলীগ কর্মী আম্মান বলেন, 'হামলার পর নিয়ন ও সবুজকে নিয়ে হাসপাতালে চলে আসি। পরে শুনলাম হামলাকারীরা আমার সব লুট করে নিয়ে গেছে।'

জানতে চাইলে লতিফ হল শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি মিজানুর ইসলাম বলেন, রাকাবের পরীক্ষায় জালিয়াতির জন্য হলে জড়ো হওয়ায় তাদেরকে মারধর করে হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।